

জ্ঞানকাণ্ড যুক্ত ব্যক্তির সঠিক চারিত্রিক বিবরণ

জ্ঞানকাণ্ড যুক্ত ব্যক্তির এর সঠিক চারিত্রিক বিবরণ:----

কর্মকাণ্ডের উত্তমচরিত্র যুক্ত ব্যক্তি যদি অন্তঃকরনে 100% আসক্তি ও কামনা এবং প্রবৃত্তিমুক্ত অবস্থায়, সদাসর্বদাই স্থিতি থেকে নম্নিলখিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তাহলে সেই কর্মকাণ্ডের চরিত্র থেকে সেই ব্যক্তি জ্ঞানকাণ্ডের দ্বিচরিত্রের উত্তীর্ণ যোগ্যতা প্রাপ্ত হবে

:.....

1. 42 বৈদিক অনুশাসনের কাযমনোবাক্যে পূর্ণরূপে প্রতাপালন
2. সাংসারিক সামাজিক এবং সাংসারিক প্রতটি দায়িত্ব-কর্তব্যের পূর্ণরূপে প্রতাপালন
3. নিজেরে নিজেরে নিযিত কর্মবসত সং পথে উপার্জন
4. সর্বাবস্থায়,- মন অনুসারে না চলে শাস্ত্র অনুসারে কাযমনোবাক্যে আচরণ
5. কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা সম্পত্তি বা ধন বা পদ বা সামাজিক সম্মানের প্রতি আসক্তহীন ভাবে এই জগত সংসারের সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরের এই জ্ঞানে কর্ম করা
6. ঈশ্বরীও কর্মের গুরুত্ব জীবনের সর্বাধিক ভাবে প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া
7. অন্তঃকরণ এ সর্ব লোকেরে কল্যাণ ভাবনা
8. সাধারণত কী ভাবল বা কনি ভাবল / কি মনে করলো বা কে কি মনে করলো না □-
- এই ভাবনাকে পরিত্যাগ করে শাস্ত্র এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় কর্মকে জীবনে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেওয়া
9. আমাদের বাহ্যিক জগত এর প্রত্যেকেটা কর্মকে ধর্ম যুক্ত কর্ম করা
10. শাস্ত্র গুরু এবং ঈশ্বরের পরম ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকা
11. দরদির ও দুর্বল ব্যক্তিকে নিজেরে সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে শিবি জ্ঞানে জীব সবা করা
12. শাস্ত্র জ্ঞান অর্জন করে নিজেরে প্রতিটি কর্মকে শাস্ত্র অনুসারে পরিচালনা করে প্রতিটি আদেশে পালন এবং গুরুসবা অত্যন্ত আবশ্যিক
এই উপরোক্ত যতরকম লক্ষণ বা তার সঙ্গে আরো ছোট ছোট অনেকে আনুষাঙ্গিক লক্ষণযুক্ত যে ব্যক্তির চরিত্র তরৈ হয, তাকে বৈদান্তিক জ্ঞানকাণ্ডের চরিত্রেরে মানুষ বলে ব্যাখ্যা করা হয, এবং ইহাকেই জ্ঞানকাণ্ডেরে সঠিক ব্যক্তি চরিত্র বলে ।

যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি বৈদান্তিক জ্ঞানকাণ্ডেরে জ্ঞানকর্ম চরিত্রেরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে ততদিনে সে নতি-অনতি-বচার কোন কারণেই শত চেষ্টাতেও করতে সমর্থ হবে না

তাই নতি-অনতি-বচার সহকারে 42 বৈদিক অনুশাসন অখন্ড ভাবে প্রতাপালনের দ্বারা পশুত্ব ভাবের পূর্ণরূপে নাশ করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথমে বৈদিক জ্ঞানচরিত্রেরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা অতি আবশ্যিক□-কারণ বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডেরে জ্ঞানচরিত্র বা ধর্মচরিত্রেরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে কেউ নতি-অনতি-বচার করতে সমর্থ হয, না

তাই আত্মজ্ঞান লাভেরে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম নিজেরে ব্যক্তিত্বকে জ্ঞান চরিত্রেরে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করা অতি আবশ্যিক